মেহেরপুরে ভুঁইফোড় সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও কার্যক্রম স্থবির

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের নাম ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন স্থানের মতো মেহেরপুরেও গড়ে ওঠেছে বেশ কিছু ভুঁইফোড় সংগঠন। বিভিন্ন দিবস ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও ফেসবুক ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতেন ওই সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দলবাজি, দখলবাজি, সালিস সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক অভিযোগ পাওয়া যেত। তবে বর্তমানের তাদের অস্তিত্ব থাকলেও কোন কর্মসূচী দেখা যায় না। তবে জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বলছেন ভুঁইফোড় কোন সংগঠন মেহেরপুরে রাখা হবে না।
জানা গেছে, সংগঠনগুলো নিজেদের আওয়ামী লীগের অঙ্গ কিংবা সহযোগী সংগঠন দাবি করে প্রচারণায় দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ঠিকানা ব্যবহার করছে। ২০১৫ সালের পর থেকে ১০১৮ সাল পর্যন্ত মেহেরপুরে বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংগঠনগুলো বিভিন্ন দিবসভিত্তিক কর্মসূচী পালন করে। ওই সকল কর্মসূচীতে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতেও দেখা গেছে। ওই সময় বেশ কিছু সংগঠনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দখলবাজীসহ বিভিন্ন অভিযোগও পাওয়া গেছে। ভুঁইফোড় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ কারণে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ বিব্রত। যে কারণে ২০০৯ সালের পর থেকে যে সকল সংগঠন হয়েছে ওই গুলোকে ভুঁইফোড় বলে আখ্যায়িত করেছে আওয়ামী লীগ এবং ওই সকল সংগঠন গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মহিলা আওয়ামী লীগ, আওয়ামী যুবলীগ, আওয়ামী যুব মহিলা লীগ, কৃষক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, তাঁতী লীগ । ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন দুটি হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ।
এর বাইরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে কোনো সংগঠন করতে হলে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’–এর অনুমোদন নিতে হয়। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাসংক্রান্ত সংগঠনের ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) অনুমোদন দিয়ে থাকে। কিন্তু ভুঁইফোড় সংগঠনগুলো অনুমোদনের ধার ধারে না।

২০০৯ সালের পর গঠন করা সংগঠনগুলোকে ভুঁইফোড় সংগঠন বলা হচ্ছে। বর্তমানে ভুঁইফোড় সংগঠনের মধ্যে মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ, সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী বাস্তহারা লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ, আওয়ামী যুব প্রজন্ম লীগ, নবীন লীগ নামের ৭টি সংগঠন থাকলেও বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ ছাড়া বাকী সংগঠনগুলোর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তবে বিগত দিনে এসকল সংগঠনের কার্যক্রম চলমান ছিলো বলে জানা গেছে। জানা গেছে, বাকী সংগঠনগুলো শুধুমাত্র কমিটিতেই সীমাবদ্ধ। তাদের দলীয় কার্য্যলয় বা কর্মকাণ্ড নেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী বাস্তহারা লীগের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন, গত ৪ বছর হলো আমি সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। আমি আর কিছুই জানিনা। আমি সভাপতি হবার পর কিছু দলীয় কার্যক্রম করা হলেও বর্তমানে দলের কোন কার্যক্রম নেই। আনুমানিক গত আট-দশ বছর আগে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী বাস্তহারা লীগের কমিটির অনুমোদন হয়।

বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সাধারণ সম্পাদক তরুণ আহমেদ বলেন, ২০২০ সালের ৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়। করোনা পরিস্থিতে দলীয় কার্যক্রম বন্ধ আছে। তাছাড়া কেন্দ্র থেকে যখন যেভাবে নির্দেশনা আসে আমরা সেই অনুযায়ী কর্মসূচি পালন করি। সভাপতি ও আমি ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে সংগঠনের খরচ বহন করি।

তরিকুল ইসলাম বলেন, কেন্দ্র থেকে যখন যেমন নির্দেশনা আসে সেই অনুযায়ী জেলা কমিটি তার কার্যক্রম করে। আমরা জেলা কমিটির সদস্যদের সাথে মাসিক চাঁদা তুলে সংগঠনের খরচ বহন করি। সদস্যগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে যার যতটুকু সম্ভব হয় চাঁদা প্রদান করে। বর্তমানে আমাদের কোন দলীয় কার্যালয় নেই। চলতি বছরের ২২ মার্চ কমিটি গঠন হয়। আমাদের
কেন্দ্রীয় সভাপতি হচ্ছেন আসাদুজ্জামান দূর্জয়। গত কয়েকদিন আগেও আমরা কেন্দ্র থেকে আগষ্ট মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের একটি নির্দেশনাও পেয়েছি।

আওয়ামী যুব প্রজন্মলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান জানান, আমারা জেলা কমিটি পেয়েছি গত বছরের ১৮ নভেম্বর। দলের তেমন কোন কার্যক্রম করতে পারিনি। যদিও জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে কোন কিছুই হয়নি। আর দলের

কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় তেমন কোন অর্থের প্রয়োজন পড়েনি।

সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মেহেরপুর জেলা নবীন লীগের সভাপতি মিজান জানান, বর্তমানে আমাদের দলীয় কার্য্যালয় নেই। সম্প্রতি কেন্দ্র থেকে কমিটি দিয়েছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতির নাম লুৎফর রহমান। চলতি বছরের ৩ জুন মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আওয়ামী লীগের সহযোগী ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাড়া ভুঁইফোড় সংগঠনগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠান করলে আমাদের অতিথি হিসেবে দাওয়াত করে। আমরা তাদের অনুষ্ঠানের যাই না। তবে একসময় ওই সকল সংগঠনের অনুষ্ঠানের নেতারা গিয়েছেন। তখন তাদের প্রতি এতো এলার্জি ছিলো না। তিনি বলেন, এখন আর মেহেরপুরে কোন ভুঁইফোড় সংগঠন রাখা হবে। কেন্দ্র নির্দেশ দিলেও আমরা এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করবো।

উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত অনলাইন কেনাবেচা কালিগঞ্জ গ্রুপের এক বছর পূর্তি

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় তরুণ উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত অনলাইন কেনাবেচা কালিগঞ্জ গ্রুপের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার দিনব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন অসহায় দের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ শেষে বিকালে নিশি ইলেকট্রনিক এ আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও কেক কর্তন অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিশি ইলেকট্রনিক এর ওনার মো নুরুল ইসলাম বাবু, সাংবাদিক ও ঝিনাইদহ উদ্যোক্তা বাজার গ্রুপের এডমিন মো সফিকুল ইসলাম জুয়েল,অনলাইন কেনাবেচা কালিগঞ্জ গ্রুপের এডমিন

মো রোমেল পারভেজ প্রান্ত, মডারেটর আহসান হাবীব দোলন, ফারুক নোমানি, মনির আল আমিন ফ্রেশ ফুডের সসত্ত্বাধিকারী আল আমিন উদ্যোক্তাদের নিয়ে গঠিত ২২ হাজারের সদস্য গ্রুপ উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে কালিগঞ্জ উপজেলায়। বৃক্ষরোপন, করোনাকালে অসহায়দের মাঝে খাবার বিতরণ, মাস্ক বিতরণ সহ নানান কাজ করে চলেছে।

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গে ৭ জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত ৯১ জন

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৯১ জন। সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা পজেটিভ ৪ জন ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৩ জন।

এ নিয়ে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ২৪৩ জন। এছাড়া শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে ৩৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। ফলাফলে ৯১ জনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তের হার ২২ দশমিক ৮০ ভাগ।

এদের মধ্যে সদরে ৪৩, শৈলকুপায় ১৮, হরিণাকুন্ডুতে ৬, কালীগঞ্জে ৭, কোটচাঁদপুরে ১৫ ও মহেশপুরে রয়েছে ২ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৮ হাজার ৪’শ ৭১ জনে। এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে ১৩৮ জন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ববধায়ক ডা: হারুন অর রশিদ জানান, বর্তমানে সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি রয়েছে ৪৯ জন। এদের মধ্যে করোনা পজেটিভ ৩৬ জন।

মেহেরপুরে ১১ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ১১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ০৪ জন, গাংনীতে ০৪ জন, মুজিবনগর ০৩ জন।

গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬৮ টি। তারমধ্যে ২১ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪০৮ জন। তার মধ্যে সদরে ১০৯ জন, গাংনীতে ২১৪ জন এবং মুজিবনগরে ৮৫ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৬৫ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৭৬ জন, গাংনী ৫৩ জন ও মুজিবনগরে ৩৬ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের মাঝে চেক বিতরণ

ঝিনাইদহে কর্মরত ১৮ জন সংবাদকর্মীদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট্রের আর্থিক সহযোগিতার চেক বিতরণ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

পরে জেলার ৬ উপজেলায় কর্মরত ১৮ জন সংবাদকর্মীদের হাতে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। করোনাকালে এ উপহার পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তারা।

ঝিনাইদহে সড়কে ছিনতাইকারীদের হামলায় ভ্যান চালক আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কে দেশীয় অস্ত্র হাতে ছিনতাইকালে ছিনকাইকারীদের হামলায় শহিদুল ইসলাম সিডু (৫০) নামে এক ভ্যান চালক আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১২ আগষ্ট) রাত ১০ টার দিকে কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কের কাটাখালি- জগনাথপুর নামক স্থানে অবস্থিত পুলিশ বক্সের অদূরে এঘটনা ঘটে। এসময় ছিনতাইকারীরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ভ্যান চালককে আহত করে পালিয়ে যায়। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। আহত ভ্যান চালক সিডু মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের ৪ নং আলামপুর গ্রামের মৃত জাফর আলীর ছেলে।

আহত ভ্যান চালক সিডু জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে কোটচাঁদপুর মেইন বাসষ্টান্ড থেকে ৩ জন যাত্রী নিয়ে খালিশপুরে যায়। ফিরে আসার সময় রাত পৌনে ১০ টার দিকে কাটাখালি- জগনাথপুর নামক স্থানে পৌছালে চলন্ত গাড়িতে মুখোশপরা অবস্থায় ১ জন যাত্রী উঠে। কিছুদূর পর আরো একজন যাত্রী উঠে আমাকে থামতে বলে।

আমি দ্রুত গতিতে ভ্যান চালালে তারা আমাকে আস্তে যেতে বলে। এর কিছুক্ষণ পর সড়কের পার্শ্ব থেকে দুইজন ব্যাক্তি এসে আমার ডান হাতে দেশীয় অস্ত্র (ছুরি) দিয়ে কোপ দেয়। ঘটনাস্থলে বিপরিত দিক

থেকে আসা দুই মোটরসাইকেল আরোহী দেখে তারা পালিয়ে যায়।

এসময় আমার আত্মচিৎকারে বারোমাসা নতুন পাড়ার লোকজন ছুটে আসে। তারা আমাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। ভ্যান চালন শহিদুল বলেন, ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর-মহেশপুর থানার পুলিশ বক্স থাকলেও কোন পুলিশ সদস্য ডিউটিরত ছিল না।

আহতের ছেলে জালালুদ্দিন বলেন, এঘটনায় আমার বাবা সুস্থ্য হলেই সংশ্লিষ্ঠ থানায় অভিযোগ করা হবে। এদিকে স্থানীয়রা জানান, কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কের এই স্থানে প্রায়ই ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসির মোবাইলে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৯২

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ১ হাজার ৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে আরো ২৯২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. আবদুল মোমেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় ৭ জন কোভিড-১৯ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালে ২শ বেডে বর্তমানে ভর্তি আছে ১৯১ জন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত রোগী ১৫৮ জন। বাকীদের উপসর্গ আছে। ৭০ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, জেলায় এ পর্যন্ত করোনায় মোট ৬৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ১ হাজার ৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে

আরো ২৯২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার কমে ২৬.৯১ শতাংশ হয়েছে। এ সময় আরও ২৪৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাক্তার এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত ৭ দিনেই কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আক্রান্ত হয়েছে ১২শ ৪০ জন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ১৬ হাজার ৫৮৭ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ৮৭৪ জন।

আলমডাঙ্গায় ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ আটক-১

আলমডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ আশাদুল হক
(৫০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বাড়াদি মাঝের পাড়া নিজ বাড়ি থেকে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি গ্রামের মাঝের পাড়ার মৃত ডা: নবীছদ্দিনের ছেলে আশাদুল হক। দীর্ঘদিন যাবৎ গোপনে তার নিজ এলাকায় গাঁজা বিক্রয় করে আসছে।

বর্তমানে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হলেও পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে এ নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে।

বৃহস্পতিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই সুলতান, এসআই গাফ্ফার, এএসআই আব্দুল হাই সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাড়াদি মাঝের পাড়া থেকে আশাদুলকে আটক করে পুলিশ। তার শরীর তল্লাশী করে কাছে থাকা শপিং ব্যাগ থেকে ৫শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনীতে ৪ জুয়াড়ি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিশিপুর গ্রামে জুয়ার আসর থেকে ৪ জন জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার এ অভিযান পরিচালনা করে। তাদের কাছ থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম ও নগদ টাকা উদ্ধার করে ডিবি।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনী নিশিপুর গ্রামের মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ স্বপন আলী (২৮), একই গ্রামের মোঃ শাহজাহান এর ছেলে মিনারুল ইসলাম (২৫), নাসির উদ্দিন সরদার এর ছেলে বকতিয়ার আলী (৩৩), আব্দুল আলিম এর ছেলে বিদ্যুৎ মিয়া (৩৫)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেরে, এসআই হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে এসআই রুবেল আহমেদ এএসআই (নি:) আহসান হাবীব, সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী থানাধীন বামুন্দী নিশিপুর এলাকায় অভিযান প্রকাশ্যে টাকার বিনিময়ে তাস দ্বারা জুয়া খেলা অবস্থায় নগদ ৪ হাজার ১৯০ টাকা, জুয়া খেলার কার্ডসহ তাদের আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

খুলনার রুপসার শিয়ালিসহ সারাদেশে আদিবাসি ও হিন্দু এবং ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর হামলা-ভাঙচুর,লুটপাট,হত্যা ও জবরদখলের প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ ও সচেতন নাগরিক সমাজ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন,বিশিষ্ট ছড়াকার ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুর রশীদ রিজভী,সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও গাংনী উপজেলা সুজন-এর সভাপতি আব্দুর রশীদ,বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ,বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ইয়াছিন রেজা,গাংনী পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র নবীরুদ্দীন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ,ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মজনুল হক মজনু,দি উপজেলা হিন্দু হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক সাধন কুমার বিশ্বাস,ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আব্দুর রহিম,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনিসুজ্জামান লুইস,সমাজ সেবক জাহিদ বিপ্লব,জেলা যুবমৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন,চাঁদপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শিপন,গাঁড়াডোব পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বাসুদেব,বামন্দী পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও রাবি ছাত্র রাম প্রসাদ,হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রী রাম দাশ ও অরুন সাহা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন,হিন্দু-মুসলিম বা অন্য কোন ধর্মের মধ্য হানাহানি চাইনা। ভেদাভেদ-হানাহানি না করে সকলকে মানুষ হিসাবে থাকতে হবে।